

৪৪ বিসিএস প্রিলিমিনারি (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য + বাংলা ব্যাকরণ)

১. 'ইতরবিশেষ' বলতে বোঝায়?

ক. দুর্বৃত্ত খ. চালাকি
গ. পার্থক্য ঘ. অপদার্থ উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাগধারা শব্দের অর্থ কথা বলার 'বিশেষ ঢং বা রীতি'। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Idiom. 'ইতর বিশেষ' বাগধারার অর্থ পার্থক্য/ভেদাভেদ। আমড়া কাঠের টেকি বাগধারার অর্থ অপদার্থ। আরও কিছু বাগধারা: ইটি-সিটি- এ জিনিস সে জিনিস। ইতর-বদমেজাজী। উড়নপেকে- অপব্যয়ী। উনকোটি চৌষটি- প্রায় সম্পূর্ণ। এলেবেলে- নিকৃষ্ট। ঔষধ ধরা- সক্রিয় হওয়া।

২. নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধির দৃষ্টান্ত কোনটি?

ক. গো + অক্ষ = গবাক্ষ খ. পৌ + অক = পাবক
গ. বি + অঙ্গ = বঙ্গ ঘ. যতি + ইন্দ্র = যতীন্দ্র উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

এ, ঐ, ও, ঔ- কারের পর এ, ঐ, স্থানে যথাক্রমে অয়, আয় এবং ও, ঔ স্থানে যথাক্রমে অব, আব হয়। যেমন: নে+অন = নয়ন, নৈ+অক = নায়ক, পৌ+অক = পাবক। এগুলো স্বরসন্ধির উদাহরণ। ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়ে মিলে দীর্ঘ ঈ-কার হয়। দীর্ঘ ঈ-কার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সাথে যুক্ত হয়। যেমন: অতি+ইত = অতীত। সতী+ইন্দ্র = সতীন্দ্র, যতি+ইন্দ্র = যতীন্দ্র। এছাড়াও রয়েছে বি+অঙ্গ = বঙ্গ (স্বরসন্ধি)। কতগুলো সন্ধি কোনো নিয়ম অনুসারে হয় না, এগুলোকে নিপাতনে সিদ্ধ বলে। যেমন: গো+অক্ষ = গবাক্ষ। কুল+অটা = কুলটা। অন্য+অন্য = অন্যান্য। শুদ্ধ+ওদন = শুদ্ধোদন প্রভৃতি।

৩. 'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসের যুবক-শিক্ষকের নাম—

ক. আবদুল কাদের খ. খতিব মিয়া
গ. আক্বাস আলী ঘ. আরেফ আলী উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'চাঁদের অমাবস্যা' উপন্যাসটি লিখেছেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ। এটি মনঃসমীক্ষণমূলক অস্তিত্ববাদী উপন্যাস। এ উপন্যাসের যুবক শিক্ষকের নাম আরেফ আলী। অন্যান্য চরিত্র: কাদের (দরবেশ), আলফাজ উদ্দিন (দাদা সাহেব)। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ রচিত আরও কিছু উপন্যাস: লালসালু (১৯৪৮), The ugly Asian, কাঁদো নদী কাঁদো, How to cook beans প্রভৃতি। তার রচিত নাটক: বহির্পীর, তরঙ্গভঙ্গ, সুড়ঙ্গ, উজানে মৃত্যু, গল্টগ্রন্থ: নয়নচারা, দুই তীর ও অন্যান্য গল্প, গল্প সমগ্র।

৪. 'মরণ রে তুঁহ মম শ্যাম সমান।'— পঙক্তিটির রচয়িতা—

ক. বিদ্যাপতি খ. গোবিন্দদাস
গ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘ. কৃষ্ণদাস কবিরাজ উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মিথিলার রাজসভার কবি, বৈষ্ণব কবি ও পদসঙ্গীত ধারার রূপকার বিদ্যাপতি। বিদ্যাপতি ব্রজবুলি ভাষার শ্রষ্টা। তিনি 'মৈথিল কোকিল' নামে খ্যাত। সাহিত্যকর্ম: কীর্তিলতা, কীর্তিপতাকা, পুরুষপরীক্ষা, লিখনাবলী, ভাগবত, বিভাগসার প্রভৃতি। বিখ্যাত পঙক্তি- এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর। বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য বলা হয় গোবিন্দদাস কে। তার কবিতায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীনিবাস আচার্য গোবিন্দদাসকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করেন। গোবিন্দদাস রচিত সংস্কৃত নাটক 'সংগীতমাধব'। তাঁর বিখ্যাত পঙক্তি: যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।

তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বাংলা ভাষায় অদ্বিতীয় ও সর্বাপেক্ষা তথ্যবহুল শ্রীচৈতন্যজীবনী রচনা করেন। 'মরণ রে তুঁহ মম শ্যাম সমান'— পঙক্তিটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই পঙক্তিটি তার কাব্যগ্রন্থ 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলি' থেকে নেওয়া হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত কিছু কাব্যগ্রন্থ: কবি-কাহিনী, প্রভাতসঙ্গীত, কবি ও কোমল, সোনার তরী, চিত্রা, কথা ও কাহিনী, স্মরণ, পূরবী, পুনশ্চ প্রভৃতি। বিখ্যাত পঙক্তি- 'সন্ধ্যারাগে বিলিমিলি বিলমের শ্রোতখানি বাকা' "ঠাই নাই, ঠাই নাই- ছোটো সে তরী। আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।" "বৈরাগ্য সাধনের মুক্তি, সে আমার নয়"।

৫. 'আনোয়ারা' উপন্যাসের রচয়িতার নাম—

ক. সৈয়দ মুজতবা আলী
খ. কাজী আবদুল ওদুদ
গ. নজিবর রহমান
ঘ. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সৈয়দ মুজতবা আলী রচিত উপন্যাস: অবিশ্বাস্য, শবনম, শহর-ইয়ার, তুলনাহীনা। রম্যরচনা: পঞ্চতন্ত্র, ময়ূরকণ্ঠী, বড়বাবু, কত না অশ্রুজল। ভ্রমণকাহিনী: দেশে-বিদেশে। মুক্তচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। তার রচিত উপন্যাস: নদীবক্ষে, আজাদ। প্রবন্ধ: শাস্ত্রতত্ত্ব, বাঙালার জাগরণ, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, নজরুল প্রতিভা প্রভৃতি। প্রথম নারীবাদী লেখিকা ও মুসলিম নারী জাগরণের অগ্রদূত রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। বেগম রোকেয়ার উপন্যাস দুইটি। যথা; পদ্মরাগ, Sultana's Dream. তার রচিত গদ্যগ্রন্থ: মতিচূর, অবরোধবাসিনী। 'আনোয়ারা' উপন্যাসের রচয়িতা নজিবর রহমান 'সাহিত্যরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। তার রচিত আরও কিছু উপন্যাস: প্রেমের সমাধি, চাঁদতারা বা হাসান গঙ্গা বাহমণি, পরিণাম, গরিবের মেয়ে, দুনিয়া আর চাই না, মেহেরনিসা।

৬. নিচের কোন বাক্যটি প্রয়োগগত দিক থেকে শুদ্ধ?

ক. আমি কারও সাথেও নেই, সতেরোতেও নেই।
খ. আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত।
গ. তার দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল।
ঘ. সারা জীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম।

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অশুদ্ধ বাক্য: আমি কারও সাথেও নেই, সতেরোতেও নেই। শুদ্ধ বাক্য: আমি কারো সাথেও থাকিনা পাঁচোও থাকি না।
অশুদ্ধ বাক্য: আপনি স্বপরিবারে আমন্ত্রিত। শুদ্ধ বাক্য: আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত।
অশুদ্ধ বাক্য: সারাজীবন ভূতের মজুরি খেটে মরলাম। শুদ্ধ বাক্য: সারাজীবন ভূতের বেগার খেটে মরলাম। প্রশ্নে উল্লিখিত ক, খ, ঘ তিনটি অপশন-ই ভুল। শুদ্ধ বাক্য: তার দু'চোখ অশ্রুতে ভেসে গেল। উত্তর হবে (গ)।

৭. নিচের কোনটি যৌগিক বাক্য?

ক. দোষ স্বীকার করলে তোমাকে শাস্তি দেওয়া হবে না।
খ. তিনি বেড়াতে এসে কেনাকাটা করলেন।
গ. মহৎ মানুষ বলে সবাই তাঁকে সম্মান করেন।
ঘ. ছেলোট চঞ্চল তবে মেধাবী।

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা: =

গঠন অনুযায়ী বাক্য তিন প্রকার। যথা; সরল বাক্য, মিশ্র বা জটিল বাক্য, যৌগিক বাক্য। সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন; ভিক্ষুককে টাকা দাও। মিশ্র বা জটিল বাক্য: যে বাক্যে একটি প্রধান খণ্ডবাক্যের সাথে এক বা একাধিক আশ্রিতবাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে মিশ্র বা জটিল বাক্য বলে। যেমন: যারা পরিশ্রম করে, তারা জীবনে সফল হয়। যৌগিক বাক্য: পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে, তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যৌগিক বাক্যের অন্তর্গত নিরপেক্ষ বাক্যগুলো অব্যয় যোগে সংযুক্ত বা সমন্বিত থাকে। তার বয়স হয়েছে, কিন্তু বুদ্ধি হয়নি। ছেলোট চঞ্চল তবে মেধাবী।

৮. ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে কোনটি বর্ণ-বিপর্যয়-এর দৃষ্টান্ত?

ক. রতন
খ. কবাট
গ. পিচাশ
ঘ. মুলুক

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ভাষার পরিবর্তন ধ্বনির পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। ধ্বনি পরিবর্তন নান প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো- আদি স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা মধ্যস্বরাগম, অন্ত্যস্বরাগম, স্বরসঙ্গতি, ব্যঞ্জনবিকৃতি, বর্ণদ্বিত্ব, ধ্বনি বিপর্যয় প্রভৃতি। সময় সময় উচ্চারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত ব্যঞ্জন- ধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসে। একে মধ্য স্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বলে। যেমন: অ- রত্ন > রতন, ধর্ম > ধরম। শব্দ- মধ্যে কোনো কোনো সময় কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহৃত হয়, একে বলে ব্যঞ্জনবিকৃতি। যেমন: কবাট > কপাট, ধোবা > ধোপা। অর্থের গুরুত্ব বোঝাবার জন্য শব্দমধ্যস্থ বর্ণকে দ্বিত্ব করে উচ্চারণ করবার রীতিকে

বর্ণদ্বিত্ব বলে। যেমন: সকাল- সন্ধ্যা, মূলুক- মূলুক। ধ্বনি-পরিবর্তনের নিয়মে বর্ণ-বিপর্যয়-এর দৃষ্টান্ত পিচাশ। শব্দের মধ্যে দুটি ব্যঞ্জননের পরস্পর পরিবর্তন ঘটলে তাকে ধ্বনি বিপর্যয় বলে। যেমন: পিচাচ > পিচাশ, লাফ > ফাল।

৯. 'অর্ধচন্দ্র' কথাটির অর্থ—

ক. অমাবস্যা খ. গলাধাক্কা দেওয়া
গ. কাছে টানা ঘ. কান্ডে উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

'অর্ধচন্দ্র' কথাটির অর্থ গলাধাক্কা দেওয়া। অর্ধচন্দ্র বিশেষ্য পদ। এটি বাগধারা হিসাবে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন; শয়তানটাকে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও। আরও কিছু বাগধারার অর্থ নিম্নরূপ: অরণ্যে রোদন- নিষ্ফল আবেদন। আদায় কাঁচকলায়- শত্রুতা। ইঁচড়ে পাকা- অকালপক্ক। ইতর বিশেষ- পার্থক্য। উড়নচড়ী- অমিতব্যয়ী। কথার কথা- গুরুত্বহীন কথা। কেউকেটা- সামান্য। গোঁফ খেজুরে- নিতান্ত অলস প্রভৃতি।

১০. 'হরতাল' কোন ভাষা থেকে আগত শব্দ?

ক. পর্তুগিজ খ. হিন্দি
গ. গুজরাটি ঘ. ফারাসি উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলা ভাষায় যে শব্দসম্ভারের সমাবেশ হয়েছে, সেগুলোকে পণ্ডিতগণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন- তৎসম শব্দ, তদ্ভব শব্দ, অর্ধ-তৎসম শব্দ, দেশি শব্দ, বিদেশি শব্দ। বিদেশী শব্দের মধ্যে রয়েছে- আরবি, ফারাসি, ফরাসি, হিন্দি, পর্তুগিজ, গুজরাটি। পর্তুগিজ শব্দ: আনারস, আলপিন, আলমারি, গিজা, গুদাম, চাবি প্রভৃতি। হিন্দি শব্দ: ভাই, বোন, মামা, মামি, পানি, চানাচুর, প্রভৃতি। ফরাসি শব্দ: কার্তুজ, কুপন, ডিপো, রেস্টোরা। গুজরাটি শব্দ: খদর, হরতাল প্রভৃতি।

১১. কোনটি 'জিগীষা'র সম্প্রসারিত প্রকাশ?

ক. জানিবার ইচ্ছা খ. জয় করিবার ইচ্ছা
গ. হনন করিবার ইচ্ছা ঘ. যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বহুপদকে একপদে পরিণত করার মধ্য দিয়ে বাক্য বা বাক্যাংশের সংকোচনের কাজ চলে। যেমন: জানিবার ইচ্ছা- জিজ্ঞাসা। হনন করিবার ইচ্ছা- জিঘাংসা। যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা- যুযুৎসা। জয় করিবার ইচ্ছা- জিগীষা। আরও কিছু বাক্য সংকোচন: উদক পানের ইচ্ছা- উদন্যা। গমন করার ইচ্ছা- জিগমিষা, হরণ করার ইচ্ছা- জিহীর্ষা, নারীর কটিভূষণ- রশনা।

১২. নিচের কোনটি তৎসম শব্দ?

ক. পছন্দ খ. হিসাব
গ. ধূলি ঘ. শৌখিন উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ফারাসি শব্দ: পছন্দ, শৌখিন, চশমা, তারিখ, ফেরেশতা, বেহেশত, রোযা, বান্দা, বাদশাহ প্রভৃতি। আরবি শব্দ: ধূলি, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র, ভবন, ধর্ম, পাত্র, মনুষ্য, ব্যাকরণ, ভাষা, বৈষ্ণব, গৃহ, বৃক্ষ প্রভৃতি।

১৩. নিচের কোনটি বাংলা 'ধাতু'র দৃষ্টান্ত?

ক. কহ্ খ. কথ্
গ. বুধ্ ঘ. গঠ্ উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলা ভাষায় মৌলিক ধাতুগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। বাংলা ধাতু, সংস্কৃত ধাতু, বিদেশাগত ধাতু। বাংলা ভাষায় যেসব তৎসম ক্রিয়াপদের ধাতু প্রচলিত রয়েছে তাদের সংস্কৃত ধাতু বলে। যেমন; বুধ (বুদ্ধ, বোধ) কথ্ (কথ্য, কথিত), গঠ্ (গঠিত), পঠ্ প্রভৃতি। যেসব ধাতু বা ক্রিয়ামূল সংস্কৃত থেকে সোজাসুজি আসেনি, তাদেরকে বাংলা ধাতু বলে। যেমন; কহ্ (কওয়া, কহন), দেখ্ (দেখা, দেখন), থাক্ (থাকা), কাট্ (কাটা) প্রভৃতি।

১৪. ইসলাম ও সুফিমতের প্রভাবে ভারতবর্ষে ঘটেছিল—

ক. বর্ণবাদের পুনরুত্থান খ. রাষ্ট্রবিপ্লব
গ. চিন্তাবিপ্লব ঘ. অভিবাসন বিপ্লব উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সুফিবাদ ইসলামি আধ্যাত্মিক দর্শন। সুফিবাদের জন্য আরবে হলেও এর পূর্ণ বিকাশ ও বিস্তার ঘটে পারস্য অঞ্চলে। ইসলাম ও সুফিমতের প্রভাবে ভারতবর্ষে ঘটেছিল চিন্তাবিপ্লব। প্রশ্নে উল্লেখিত বর্ণবাদের পুনরুত্থান, রাষ্ট্রবিপ্লব, অভিবাসন বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার সাথে ইসলাম ও সুফিমতের কোন প্রভাব নেই।

১৫. শুদ্ধ বানান কোনটি?

ক. মুমূষু খ. মূমূষু
গ. মুমূর্ষু ঘ. মূমূর্ষু উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মুমূর্ষু, মূমূর্ষু, মূমূর্ষু তিনটি বানান-ই অশুদ্ধ। শুদ্ধ বানান- মুমূর্ষু। বিশেষণ পদ ও সংস্কৃত শব্দ ‘মুমূর্ষু’ ($\sqrt{ম}+সন+উ$) অর্থ মরনাপন্ন বা মরতে বসেছে এমন। নিম্নে কিছু শুদ্ধ বানান দেখানো হলো:

অশুদ্ধ - শুদ্ধ

কর্ণেল- কর্ণেল

ষ্টুডিও- স্টুডিও

পোস্ট - পোস্ট

বামুণ- বামুন

অধঃগতি- অধোগতি

উপরোক্ত - উপর্যুক্ত প্রভৃতি।

১৬. নিচের কোনটি ‘অগ্নি’র সমার্থক শব্দ নয়?

ক. বহি খ. আবীর
গ. বায়ুসখা ঘ. বৈশ্বানর উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘অগ্নি’ শব্দের সমার্থক শব্দ: বহি, বৈশ্বানর, বায়ুসখা, অনল, আগুন, কৃশানু, দহন, পাবক, হুতান, শিখা, সর্বভুক, সর্বশুচি। ‘আবীর’ অর্থ- রক্ত, ফাগ, সুগন্ধি, রঞ্জক দ্রব্য। আরও কিছু সমার্থক শব্দ: ‘অকাল’ শব্দের সমার্থক শব্দ: অসময়, অবেলা, দুর্দিন, কুক্ষণ প্রভৃতি। ‘ইচ্ছা’ শব্দের সমার্থক শব্দ: অভিপ্রায়, অভিলাস, আশ্রয়, আকাঙ্ক্ষা, আশা, কামনা প্রভৃতি। ‘আকাশ’ শব্দের সমার্থক শব্দ: অন্তরীক্ষ, অম্বর, অত্র, অনন্ত, আসমান, গগন প্রভৃতি। ‘উচ্ছ্বাস’ শব্দের সমার্থক শব্দ: উল্লাস, বিকাশ, স্মৃতি, স্মরণ প্রভৃতি।

১৭. ‘দেশের যত নদীর ধারা জল না, ওরা অশ্রুধারা।’- এই উক্তিটি নিচের কোন পারিভাষিক অলংকার দ্বারা শোভিত?

ক. অপহৃতি খ. যমক
গ. অর্থোন্নতি ঘ. অভিযোজন উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

দুই বা তার বেশি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরধ্বনিসমেত নির্দিষ্ট ক্রমে সার্থক বা নিরর্থকভাবে ব্যবহৃত হলে তাকে যমক অলংকার বলে। যেমন: জীবে দয়া তব পরম ধর্ম, জীবে দয়া তব কই! যদি উপমেয়কে অস্বীকার বা নিষিদ্ধ করে উপমানকে প্রতিষ্ঠিত করা হয় তাকে অপহৃতি অলংকার বলে। যেমন: দেশের যত নদীর ধারা জল না, ওরা অশ্রুধারা। এখানে, উপমেয় ‘নদীর ধারা’ কে নিষেধ বা প্রত্যাখ্যান বা আড়াল করে উপমান ‘অশ্রুধারা’ কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

১৮. ‘যথারীতি’ কোন সমাসের দৃষ্টান্ত?

ক. অব্যয়ীভাব খ. দ্বিগু
গ. বহুব্রীহি ঘ. দ্বন্দ্ব উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সাথে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয়, তাকে দ্বিগু সমাস বলে। যেমন: নব রত্নের সমাহার= নবরত্ন। চার অঙ্গের সমাহার= চতুরঙ্গ। যে সমাসের সমস্তপদে পূর্বপদ ও পরপদের অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: মহান আত্মা যার = মহাত্মা। নীল বসন যার = নীলবসন। যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। এতে শুধু এবং, ও, আর সংযোজক অব্যয় পদ ব্যবহার করা হয়। যেমন: কালি ও কলম = কালিকলম। লতা ও পাতা= লতাপাতা। জায়া ও পতি= দম্পতি। পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিম্পন্ন সমাসে যদি

অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। যেমন: কণ্ঠের সমীপে = উপকণ্ঠ। মরণ পর্যন্ত = আমরণ।
জনে জনে = প্রতিজনে। সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য। রীতিকে অতিক্রম না করে = যথারীতি।

১৯. 'মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি'- কথাটির সংকোচন করলে হবে-

ক. তন্ময়

খ. মন্মায়

গ. মৃন্ময়

ঘ. চিন্ময়

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাক্যসংকোচন- মৃত্তিকা দিয়ে তৈরি = মৃন্ময়। এখানে, মন্ময় অর্থ আত্মবাদী, আত্মপ্রকাশক। চিন্ময় অর্থ চৈতন্যময়, জ্ঞানময়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ বাক্যসংকোচন: যিনি সব কিছুই জানেন- সর্বজ্ঞ। জয়ের জন্য যে উৎসব- জয়োৎসব। অসম সাহস যাহার অসমসাহসিক। অনশনে মৃত্যু - প্রায়। অন্য লিপিতে রূপান্তর- লিপ্যন্তর। অভ্রান্ত জ্ঞান- প্রমা।

২০. 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের উপাস্য 'চণ্ডী' কার স্ত্রী?

ক. জগন্নাথ

খ. বিষুও

গ. প্রজাপতি

ঘ. শিব

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

চন্ডী শিবের স্ত্রী। তাঁর অপর নাম পার্বতী। চন্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি- মানিক দত্ত। চন্ডীমঙ্গলের দুইটি উপাখ্যান আছে। প্রধান চরিত্রগুলো কালকেতু, ফুলুরা, ধনপতি, ভাডুদত্ত, মুরারি শীল। এখানে চন্ডীদেবীর কাহিনী দুই খন্ডে বিভক্ত। প্রথমটি আখ্যটিক বা ব্যাধ কালকেতু- ফুলুরার কাহিনী এবং দ্বিতীয়টি বণিক বা ধনপতি সওদাগরের কাহিনী।

২১. 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য' কোথা থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল?

ক. নেপালের রাজদরবার থেকে

খ. গোয়ালঘর থেকে

গ. পাঠশালা থেকে

ঘ. কান্তজীর মন্দির থেকে

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

প্রাচীন যুগের একমাত্র লিখিত নিদর্শন চর্যাপদ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯০৭ সালে নেপালের রাজদরবার (রয়েল লাইব্রেরি) থেকে ‘চর্যাপদ’ আবিষ্কার করেন। সর্বজনস্বীকৃত খাঁটি বাংলা ভাষায় রচিত মধ্যযুগের প্রথম কাব্য ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’। ১৯০৯ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার কাকিল্যা গ্রামের এক ব্রাহ্মণের বাড়ির গোয়ালঘর থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বলভ এটি উদ্ধার করেন।

২২. বিদ্যাপতি মূলত কোন ভাষার কবি ছিলেন?

ক. মারাঠি

খ. হিন্দি

গ. মৈথিলি

ঘ. গুজরাটি

উত্তর: গ

বিদ্যাবাদি ব্যাখ্যা:

মারাঠি ভাষার কবি নরহরি দাস, কেশব পাড়গাঁওকার। হিন্দি সাহিত্যের কবি হিসেবে পরিচিত জয়শঙ্কর প্রসাদ। গুজরাটি ভাষার কবি মীরাবাই, রাজেন্দ্র কেশবলাল শাহ। বিদ্যাপতি মূলত মৈথিলি ভাষার কবি ছিলেন। মিথিলার রাজসভার কবি, বৈষ্ণব কবি ও পদসঙ্গীত ধারার রূপকার বিদ্যাপতি। পদাবলির প্রথম কবি বিদ্যাপতি। তিনি মৈথিলি, অবহট্ট ও সংস্কৃত ভাষায় পদ রচনা করেন। বিদ্যাপতির সাহিত্যকর্মসমূহ: কীর্তিলতা, কীর্তিপতাকা, পুরুষপরীক্ষা, লিখনাবলী, ভাগবত, বিদ্যাপতির বিভাগসার প্রভৃতি। বিদ্যাপতির বিখ্যাত পঙ্ক্তি: এ সখি হামারি দুঃখের নাহি ওর। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর। শন্য মন্দির মোর।

২৩. 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে।'— এই মনোবাঞ্ছাটি কার?

ক. ভবানন্দের

খ. ভাঁড়দত্তের

গ. ঈশ্বরী পাটনীৰ

ঘ. ফলস্বরূপ

উত্তর: গ

বিদ্যাবাডি ব্যাখ্যা:

ভাঁড়দত্ত ও ফুলুরা চরিত্র দুটি চন্ডীমঙ্গল কাব্যের। চন্ডীমঙ্গল কাব্যটি লৌকিক দেবী 'চন্ডী' র কাহিনী অবলম্বনে রচিত। মানিক দত্ত চন্ডীমঙ্গলের আদিকবি। চন্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। অন্যান্য চরিত্রগুলো- কালকেতু, ধনপতি, মুরারি শীল। পঙ্কজি- শয়ন কুৎসিত বীরের ভোজন বিটকাল। প্রাসগুলি তোলে যেন তে আটিয়া তাল। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে'- এই মনোবাঞ্ছাটি ঈশ্বরী পাটনীর। ঈশ্বরী পাটনি ও হিরামালিনী ভারতচন্দ্র রায়ের অনুদামঙ্গল কাব্যের চরিত্র। ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্য রচনা করেন। অন্নদামঙ্গল কাব্যের পঙক্তি- ‘নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়! ‘মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।’

২৪. নিচের কোন ব্যক্তি ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না?

ক. কাজী আবদুল ওদুদ খ. এস ওয়াজেদ আলি

গ. আবুল ফজল ঘ. আবদুল কাদির উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

১৯২৬ সালে ঢাকায় ‘ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সূত্রপাত। মুসলিম সমাজকে জাগিয়ে তোলার জন্য কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহের হোসেন প্রমুখ ব্যক্তিগণ ‘ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ’ এর মাধ্যমে যে আন্দোলন শুরু করেন, তাই বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন। ‘বুদ্ধির মুক্তি’ আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন না এস.ওয়াজেদ আলী। এস. ওয়াজেদ আলী বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভাপতি ছিলেন। তিনি ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় নিয়মিত লেখালেখি করতেন। তার রচিত গল্প: মাশুকের দরবার, দরবেশের দোয়া, গল্পের মজলিস, বাদশাহী গল্প। ঐতিহাসিক উপন্যাস: গ্রানাডার শেষ বীর।

২৫. নিচের কোন কাব্য কাজী নজরুল ইসলামের উদারনৈতিক ঐতিহ্যভাবনার ধারক?

ক. বিষের বাঁশি খ. অগ্নি-বীণা

গ. সিন্ধু-হিন্দোল ঘ. চক্রবাক উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বাংলা সাহিত্যের বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। কাজী নজরুল ইসলাম কাব্য, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গল্প, রচনা করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের মোট কাব্য সংখ্যা ২২টি। দোলনচাপা, বিষের বাঁশি, ভাঙ্গার গান, ছায়ানট, সর্বহারা, সিন্ধু হিন্দোল, সঞ্চিতা, চক্রবাক, অগ্নিবীণা, প্রলয়শিখা প্রভৃতি তার কাব্য। ‘বিশেষ বাঁশী’ কাব্যটির মধ্যে পরাধীনতার জ্বালাবোধ, শৃঙ্খলিত নিপীড়িত জাতির আকাজক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম সিন্ধু-হিন্দোল, চক্রবাক প্রভৃতি কাব্যে প্রকাশ ঘটিয়েছেন প্রেমিকসত্তার। কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নিবীণা’। পৃথিবীতে মানবতার অবক্ষয় এবং ভারতের স্বাধিকার আন্দোলনের পটভূমিতে তিনি ‘অগ্নিবীণা’ কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যটি কাজী নজরুল ইসলামের উদারনৈতিক ঐতিহ্যভাবনার ধারক। কাব্যটি ১৯২২ সালে প্রকাশিত হয়।

২৬. নিচের কোনটি বিশ শতকের পত্রিকা?

ক. শনিবারের চিঠি খ. বঙ্গদর্শন

গ. তত্ত্ববোধিনী ঘ. সংবাদ প্রভাকর উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন’। এটি ১৮৭২ সালে প্রকাশিত হয়। বাংলা গদ্যের বিকাশে এটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত ‘তত্ত্ববোধিনী’। এটি ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র। ‘ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত’ সম্পাদিত ‘সংবাদ প্রভাকর’ পত্রিকা। সংবাদ প্রভাকর (সাপ্তাহিক) ১৮৩১ সালে এবং সংবাদ প্রভাকর (দৈনিক) ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শন, তত্ত্ববোধিনী, সংবাদ প্রভাকর তিনটি পত্রিকাই উনিশ শতকের পত্রিকা। ‘শনিবারের চিঠি’ বিশ শতকের পত্রিকা। ১৯২৪ সালে যোগানন্দ দাস সম্পাদিত হাস্যরসাত্মক ও তীর্থক মন্তব্যধর্মী সাহিত্য পত্রিকা ‘শনিবারের চিঠি’ প্রকাশিত হয়।

২৭. নিচের কোনটি উপন্যাস নয়?

ক. দিবারাত্রির কাব্য খ. শেষের কবিতা

গ. পল্লী-সমাজ ঘ. কবিতার কথা উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘দিবারাত্রির কাব্য’ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত উপন্যাসসমূহ: জননী, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা, অমৃতস্য পুত্রা, আরোগ্য, দিবারাত্রির কাব্য, চিহ্ন, জীযন্ত, সোনার চেয়ে দামী, স্বাধীনতার স্বাদ প্রভৃতি। ‘শেষের কবিতা’ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত উপন্যাস। তার রচিত আরও কিছু উপন্যাস: করুণা, রাজর্ষি, নৌকাডুবি, প্রজাপতির নির্বন্ধ, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, যোগাযোগ, দুইবোন, চার অধ্যায় প্রভৃতি। ‘পল্লী-সমাজ’ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত উপন্যাস। তার রচিত আরও কিছু উপন্যাস: বড়দিদি, বিরাজ বৌ, নিষ্কৃতি, শ্রীকান্ত, দেবদাস, চরিত্রহীন, গৃহদাহ, দেনাপাওনা, বিপ্রদাস প্রভৃতি। ‘কবিতার কথা’ জীবনানন্দ দাশ রচিত প্রবন্ধ। ১৯৫৫ সালে প্রকাশিত হয়। এ প্রবন্ধের বিখ্যাত উক্তি- ‘সকলেই কবি নয়, কেউ

কেউ কবি।' জীবনানন্দ দাশ রচিত কাব্য: ঝরাপালক, ধূসর পান্ডুলিপি, বনলতা সেন, রূপসী বাংলা, মহাপৃথিবী, সাতটি তারার তিমির, বেলা অবেলা কালবেলা।

২৮. 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থ কে রচনা করেছেন?

ক. দীনেশচন্দ্র সেন খ. গোপাল হালদার
গ. আহমদ শরীফ ঘ. সুকুমার সেন উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

ড. দীনেশচন্দ্র সেন ছিলেন একজন প্রখ্যাত লোকসাহিত্য বিশারদ। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন ড. দীনেশচন্দ্র সেন। তার রচিত গ্রন্থের নাম: 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এটি ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। গোপাল হালদার রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ- 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা।' ড. সুকুমার সেন রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ: বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। 'বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য' গ্রন্থটি রচনা করেছেন আহমদ শরীফ। তিনি 'বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান' এর সম্পাদক। ড. আহমদ শরীফ রচিত আরও কিছু প্রবন্ধ: বিচিত্র চিন্তা, সাহিত্য সংস্কৃতি চিন্তা, স্বদেশ অঘোষা, কালিক ভাবনা, স্বদেশ চিন্তা, বিশ শতকের বাঙালি প্রভৃতি।

২৯. 'মনোরমা' বঙ্কিমচন্দ্রের কোন উপন্যাসের চরিত্র?

ক. কৃষ্ণকান্তের উইল খ. দুর্গেশনন্দিনী
গ. মৃণালিনী ঘ. বিষবৃক্ষ উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কৃষ্ণকান্তের উইল বিধবা নারী রোহিনীকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যার রূপায়ন এ উপন্যাসের মূল সূর। এটি সামাজিক উপন্যাস। চরিত্র: গোবিন্দলাল, রোহিনী। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসটি ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত হয়। উল্লেখযোগ্য চরিত্র: কুমার জগৎসিংহ, ওসমান, আয়েশা, তিলোত্তমা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বিষবৃক্ষ' সামাজিক উপন্যাস। চরিত্র: কুন্দনন্দিনী, নগেন্দ্রনাথ। 'মনোরমা' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃণালিনী উপন্যাসের চরিত্র। ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে তুর্কি আক্রমণ ও মুসলিম বিজয় এ উপন্যাসের মূল সূর।

৩০. 'ব্যক্ত প্রেম' ও 'গুপ্ত প্রেম' কবিতা দুটি রবীন্দ্রনাথের কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত?

ক. খেয়া খ. মানসী
গ. কল্লনা ঘ. সোনার তরী উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খেয়া কাব্যের অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য কবিতা: পথের শেষ, বিদায়, আগমন, জাগরণ, দীঘি প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'কল্লনা' কাব্যের কবিতা: দুঃসময়, বর্ষামঙ্গল, স্বপ্ন, মার্জনা প্রভৃতি। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'সোনার তরী' কাব্যের কবিতা: সোনার তরী, নিরুদ্দেশ যাত্রা, হিং টিং ছট। রবীন্দ্রনাথ রচিত 'মানসী' কাব্যের কবিতা: ব্যক্ত প্রেম, গুপ্ত প্রেম, নিষ্ফল উপহার, দুরন্ত আশা, বিচ্ছেদের শান্তি প্রভৃতি।

৩১. 'অভীক' রবীন্দ্রনাথের কোন গল্পের নায়ক?

ক. নষ্টনীড় খ. নামঞ্জুর গল্প
গ. রবিবার ঘ. ল্যাবরেটরি উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মোট ছোটগল্প ১১৯টি। তার ছোটগল্পসমূহ: নষ্টনীড়, নামঞ্জুর গল্প, ল্যাবরেটরি, রবিবার, শেষকথা, মধ্যবর্তিনী, সমাপ্তি, একরাত্রি, ছুটি, হৈমন্তী, দেনাপাওনা, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন, দুরাশা প্রভৃতি। নষ্টনীড় গল্পের চরিত্র 'চারু'। নামঞ্জুর গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র 'অমিয়া'। ল্যাবরেটরি গল্পের চরিত্র 'মোহিনী'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত রবিবার গল্পের নায়ক চরিত্র 'অভীক'। 'বিভা' রবিবার গল্পের আর একটি চরিত্র।

৩২. 'সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।' - কার রচিত পঙ্ক্তি?

ক. রজনীকান্ত সেন খ. ইসমাইল হোসেন সিরাজী
গ. কামিনী রায় ঘ. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

রজনীকান্ত সেনের কবিতার পঙ্ক্তি- "বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই-
কুড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই"।
"নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল"।

ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচিত কবিতার পঙ্ক্তি-

“যুগল নয়ন করি উন্মীলন,
কর চারিদিকে কর বিলোকন”।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতার পঙ্ক্তি-

‘মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কি সঙ্গীত ভেসে আসে।
কে ডাকে মধুর তানে, কাতর প্রাণে, আয় চলে আয়’

সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে আমরা পরের তরে- কামিনী রায় রচিত কবিতার পঙ্ক্তি।

৩৩. ‘খোকা’ ও ‘রঞ্জু’ মাহমুদুল হক-এর কোন উপন্যাসের চরিত্র?

ক. কালো বরফ খ. খেলাঘর
গ. অনুর পাঠশালা ঘ. জীবন আমার বোন উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মাহমুদুল হক রচিত উপন্যাসসমূহ: জীবন আমার বোন, অনুর পাঠশালা, কালো বরফ, খেলাঘর, অশরীরী, পাতালপুরী, মাটির জাহাজ। অনুর পাঠশালা উপন্যাসের চরিত্র: অনু ও সরদাসী। কালো বরফ উপন্যাসের চরিত্র: আবদুল খালেক। খেলাঘর উপন্যাসের চরিত্র: রেহানা, মুকল ও ইয়াকুব। ‘খোকা’ ও ‘রঞ্জু’ মাহমুদুল হক এর জীবন আমার বোন উপন্যাসের চরিত্র। এটি মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস।

৩৪. সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লেখা নাটক কোনটি?

ক. কবর খ. বহিপীর
গ. পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায় উত্তর: খ
ঘ. ওরা কদম আলী

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

‘কবর’ নাটকের রচয়িতা মুনীর চৌধুরী। রক্তাক্ত প্রান্তর, মানুষ, নষ্ট ছেলে, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি তার নাটক। সৈয়দ শামসুল হক রচিত কাব্যনাট্য: পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়, নুরুলদীনের সারা জীবন, গণনায়ক, এখানে এখন। মামুনুর রশীদ রচিত নাটক: ওরা কদম আলী, গিনিপিগ, ইবলিশ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর লেখা নাটক- বহিপীর, উজানে মৃত্যু, তরঙ্গভঙ্গ, সুড়ঙ্গ।

৩৫. মীর মশাররফ হোসেনের ‘বিষাদসিন্ধু’ একটি-

ক. মহাকাব্য খ. ইতিহাস গ্রন্থ
গ. উপন্যাস উত্তর: গ
ঘ. ইতিহাস-আশ্রিত জীবনীগ্রন্থ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

মীর মোশাররফ হোসেনের ‘বিষাদসিন্ধু’ একটি উপন্যাস। মীর মশাররফ হোসেন রচিত আরও কিছু উপন্যাস: রত্নবতী, উদাসীন পথিকের মনের কথা, তাহমিনা। নাটক: বসন্তকুমারী, বেহুলা গীতাভিনয়, জমিদার দর্পণ, টালা অভিনয়। আত্মজীবনী: গাজী মিয়াব বস্তানী, আমার জীবনী, কুলসুম জীবনী। প্রহসন: এর উপায় কি, ভাই ভাই এইতো চাই, ফাঁস কাগজ, বাঁধা খাতা। প্রবন্ধ: গো-জীবন, এসলামের জয়। কাব্য: গোরাই ব্রীজ, পঞ্চনারী, প্রেম পারিজাত, মদিনার গৌরব প্রভৃতি।

প্রাইমারি সহকারি শিক্ষক ৩য় পর্যায়-৩ (২০১৯)

(বাংলা ভাষা ও সাহিত্য + বাংলা ব্যাকরণ)

১. ‘সংবিধান’ শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ কোনটি?

ক. সং + অবিধান খ. সম + ধান
গ. সম্ + বিধান ঘ. সং + বিধান উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

সংবিধান শব্দটি ব্যঞ্জনসন্ধির অন্তর্গত। ব্যঞ্জন সন্ধির নিয়ম অনুসারে, ম্ এরপর অন্তঃস্থ ধ্বনি ম, র, ল, ব কিংবা শ, ষ, স, হ থাকলে ম্ স্থলে (ং) হয়। যেমন- সম্+বিধান = সংবিধান

সম্+সার = সংসার

সম্+যম = সংযম

আরও কিছু ব্যঞ্জনসন্ধি: চলৎ+চিত্র = চলচ্চিত্র। বিপদ+চিন্তা = বিপচ্চিন্তা, সং+জন = সজ্জন। উৎ+শ্বাস = উচ্ছ্বাস, উৎ+শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল।

২. কোনটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ?

ক. কানাকানি খ. ভাইবোন

গ. গাছপালা ঘ. সিংহাসন

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন ক) ক্রিয়ার পারস্পরিক অর্থে ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস হয়। একই রূপ দুটি বিশেষ্য পদ একসাথে বসে পরস্পর একই জাতীয় কাজ করলে যে সমাস হয়, তাই ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস। এ সমাসে পূর্বপদে ‘আ’ এবং উত্তরপদে ‘ই’ যুক্ত হয়। যেমন: কানে কানে যে কথা = কানাকানি। লাঠিতে লাঠিতে যে যুদ্ধ = লাঠালাঠি। অপশন খ) দ্বন্দ্ব বলতে জোড়া বোঝায়। যে সমাসে প্রত্যেকটি সমস্যমান পদের অর্থের প্রাধান্য থাকে তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। এতে শুধু এবং, ও, আর সংযোজক অব্যয় পদ ব্যবহার করা হয়। যেমন: সোনা ও রূপা = সোনা-রূপা। মাতা ও পিতা = মাতা-পিতা, ভাই ও বোন = ভাই-বোন। এখানে ভাই-বোন মিলনার্থক শব্দযোগে গঠিত দ্বন্দ্ব সমাস। অপশন গ) গাছ ও পালা = গাছ-পালা। এটি দ্বন্দ্ব সমাসের উদাহরণ। এখানে উভয় পদের অর্থের প্রাধান্য পেয়েছে। অপশন ঘ) সিংহাসন = সিংহ চিহ্নিত আসন। এটি মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস। যে কর্মধারয় সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যপদের লোপ হয়, তাকে মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস বলে। আরও কিছু মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস: স্মৃতি রক্ষার্থে সৌধ = স্মৃতিসৌধ। সাহিত্য বিষয়ক সভা = সাহিত্যসভা, বিজয় নির্দেশক পতাকা = বিজয়-পতাকা।

৩. ‘রাতুল’ শব্দের অর্থ কি?

ক. কালো খ. লাল

গ. নীল ঘ. সাদা

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

কালো শব্দের আরও কিছু সমার্থক শব্দ- শ্যামবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, অসিত, শ্যাম, কৃষ্ণ। নীল শব্দের বাংলা অর্থ- বর্ণবিশেষ, দিনের নির্মল আকাশের রং। সাদা শব্দের সমার্থক শব্দ- শুক্ল, শুভ্র, শ্বেত, সিত, বিশদ, ধবল। রাতুল শব্দের অর্থ লাল। আরও কিছু সমার্থক শব্দ রক্ত, লোহিত, অরুণ, শোন প্রভৃতি।

৪. কোনগুলো ওষ্ঠ্য ধ্বনি?

ক. ত, থ, দ, ধ, ন খ. ক, খ, গ, ঘ, ঙ

গ. চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ঘ. প, ফ, ব, ভ, ম,

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন ক) ত, থ, দ, ধ, ন- এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বা সম্মুখে প্রসারিত হয় এবং অগ্রভাগে ওপরের দাঁতের পাটির গোড়ার দিকে স্পর্শ করে। এদের বলা হয় দন্ত্য ধ্বনি। অপশন (খ) ক, খ, গ, ঘ, ঙ- এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার গোড়ার দিকে নরম তালুর পশ্চাৎ ভাগ স্পর্শ করে। এগুলো জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য স্পর্শধ্বনি। অপশন (গ) চ, ছ, জ, ঝ, ঞ- এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগ চ্যাপটাভাবে তালুর সম্মুখ ভাগের সঙ্গে ঘর্ষণ করে। একে বলা হয় তালব্য স্পর্শধ্বনি। অপশন (ঘ) প, ফ, ব, ভ, ম- এ পাঁচটি বর্ণে দ্যোতিত ধ্বনির উচ্চারণে ওষ্ঠ্যর সঙ্গে অধরের স্পর্শ ঘটে। এদের ওষ্ঠ্য ধ্বনি বলে।

৫. ‘সূর্য উঠলে আঁধার দূরীভূত হয়’- এখানে ‘উঠলে’ কোন ক্রিয়া পদ?

ক. প্রযোজ্য খ. অসমাপিকা

গ. প্রযোজক ঘ. সমাপিকা

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন ক) প্রযোজ্য কর্তা হলো মূল কর্তার করণীয় কাজ যাকে দিয়ে সম্পাদিত হয়। যেমন: আমি তোমাকে দৃশ্যটা দেখাবো। - তুমি প্রযোজ্য কর্তা। অপশন (গ) যে ক্রিয়া অন্যের দ্বারা চালিত হয়, তাকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে। যেমন: মা খোকাকে চাঁদ দেখাচ্ছেন এখানে, চাঁদ দেখাচ্ছেন প্রযোজক ক্রিয়া। অপশন (ঘ) সমাপিকা ক্রিয়া সক্রমক, অক্রমক ও দ্বিক্রমক হতে পারে। ধাতুর সঙ্গে বর্তমান, অতীত বা ভবিষ্যৎ কালের বিভক্তি যুক্ত হয়ে সমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যথা: করিম বই পড়ে। (ক্রিয়া-সক্রমক, কাল-বর্তমান)। মাসুদ সারাদিন খেলছিল। (ক্রিয়া-অক্রমক, কাল-অতীত)। অপশন (খ) ধাতুর সঙ্গে কাল নিরপেক্ষ- ইয়া (য়ে),-ইতে (তে) অথবা- ইলে (লে) বিভক্তি যুক্ত হয়ে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়। যেমন: যত্ন করলে রত্ন মেলে। সূর্য উঠলে আঁধার দূরীভূত হয়।

৬. ‘পক্ষী’ শব্দের সংযুক্ত বর্ণ কোন কোন বর্ণ নিয়ে গঠিত?

ক. ষ্ + ঞ খ. ক্ + ষ

গ. ক্ + থ ঘ. ষ্ + ন

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

প্রদত্ত বাক্যের পক্ষী শব্দের ‘ক্ষ’ বর্ণটি সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের নিয়ম অনুযায়ী ক+ষ = ক্ষ যোগে গঠিত হয়েছে। আরও কিছু সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণ হলো- ক্ষ = ক+ষ+ম, ক্ষ = হ+ম, ঞ = ঞ + জ, হু = হ+ন, দ্ব = ন+ ধ, ভু = ত + ত, হু = হ + ঞ।

৭. ‘সর্বজন’-এর বিশেষণ কি?

ক. বিশ্বজন খ. সর্বজনীন

গ. ঐশ্বরিক

ঘ. বিশ্বজনীন

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

সর্বজন এর বিশেষণ সর্বজনীন। সর্বজন হলো বিশেষ্য পদ। এখানে ঐশ্বরিক, বিশ্বজনীন বিশেষণ পদ। বিশ্বজন বিশেষ্য পদ। বাক্যে ব্যবহৃত বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে। এক কথায় বলা যায়, বাক্যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দই একেকটি পদ। যেমন; মানুষ, আকাশ, জন্য ইত্যাদি। পদ মোট ৫ প্রকার। যথা: বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়। বিশেষ্য পদ বলতে বোঝায় যে সমস্ত পদ দ্বারা কোনো ব্যক্তি, প্রাণী, জাতি, সমষ্টি, বস্তু, স্থান, কাল, ভাব, ধারণা, কর্ম বা গুণের নাম বোঝায়, তাকে বিশেষ্য পদ বলে। যেমন: নজরুল, ঢাকা, ইট, ভোজন ইত্যাদি। যে পদ বিশেষ্য, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি প্রকাশ করে তাকে বিশেষণ পদ বলে। যেমন: বিশ্বজনীন, ঐশ্বরিক, সর্বজনীন।

৮. মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি?

ক. ৫টি

খ. ৯টি

গ. ৭টি

ঘ. ৩টি

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তড়িত বাতাস রেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না তাকে স্বরধ্বনি বলে। যেমন: অ, আ, ই, উ, এ, ও। ড. মুহম্মদ আবদুল হাই বাংলা মূল স্বরধ্বনির তালিকায় নতুন 'অ্যা' ধ্বনি প্রতিষ্ঠা করেন।

৯. 'তিলে তৈল হয়'— কোন কারকে কোন বিভক্তি?

ক. সম্প্রদান কারকে চতুর্থ

খ. কর্তৃকারকে প্রথমা

গ. অধিকরণ কারকে সপ্তমী

ঘ. অপাদান কারকে সপ্তমী

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) যাকে স্বত্ব ত্যাগ করে দান, অর্চনা, সাহায্য ইত্যাদি করা হয় তাকে সম্প্রদান কারক বলে। বস্তু নয়, ব্যক্তিই সম্প্রদান কারক। যেমন: ভিত্তারীকে ভিক্ষা দাও। সম্প্রদান কারকে চতুর্থ বিভক্তির উদাহরণ- তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শক্তি। দেশের জন্য প্রাণ দাও। অপশন (খ) বাক্যের কর্তাকেই বলা হয় কর্তৃকারক। বাক্যস্থিত যে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদ ক্রিয়া সম্পন্ন করে তা ক্রিয়ার কর্তা বা কর্তৃকারক। কর্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তির উদাহরণ- অর্থ অনর্থ ঘটায়। এক যে ছিল রাজা। অপশন (গ) যে কারকে স্থান, কাল, বিষয় ও ভাব নির্দেশিত হয়, তাকে অধিকরণ কারক বলে। এ কারকে সপ্তমী অর্থাৎ 'এ', 'য়', 'তে' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। যেমন: প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ। অপশন (ঘ) যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। অপাদান কারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ- বিপদে মোরে করিবে জ্ঞান, এ নহে মোর প্রার্থনা। তিলে তৈল হয়।

১০. 'শশব্যস্ত' কোন সমাস?

ক. অব্যয়ীভাব

খ. তৎপুরুষ

গ. কর্মধারয়

ঘ. বহুব্রীহি

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) অব্যয়ীভাব অর্থ অব্যয়ের ভাব বর্তমান। পূর্বপদে অব্যয়যোগে নিম্পন্ন সমাসে যদি অব্যয়েরই অর্থের প্রাধান্য থাকে, তবে তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। কঠোর সমীপে = উপকণ্ঠ। কুলের সমীপে = উপকূল। ভাবনার অভাব = নির্ভাবনা। অপশন (খ) যে সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায় এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। যেমন: হলুদকে বাটা = হলুদবাটা, শ্রম দ্বারা লব্ধ = শ্রমলব্ধ। অপশন (ঘ) যে সমাসের সমস্তপদে পূর্বপদ ও পরপদের অর্থ না বুঝিয়ে, অন্য কোনো পদকে বোঝায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে। যেমন: দশ আনন যার = দশানন। নদী মাতা যার = নদীমাতৃক। অপশন (গ) বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ মিলে যে সমাস হয় এবং বিশেষ্য বা পরপদের অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে। যেমন: শশব্যস্ত = শশকের ন্যায় ব্যস্ত। মুখচন্দ্র = মুখ চন্দ্রের ন্যায়। কুসুমকোমল = কুসুমের মতো কোমল।

১১. বাক্যে একের পর অন্য পদ শোনার ইচ্ছাকে কি বলে?

ক. আকাজক্ষা

খ. দৃঢ়তা

গ. আসক্তি

ঘ. যোগ্যতা

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

অপশন (গ) বাক্যের অর্থসঙ্গতি রক্ষার জন্য সুশৃঙ্খল পদবিন্যাসই আসক্তি। যেমন: স্কুলে আমি খেয়ে যাবো ভাত। এ বাক্যে পদগুলো ঠিকভাবে বিন্যস্ত না হওয়ায় বক্তার মনোভাব স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু, আমি ভাত খেয়ে স্কুলে যাবো' বললে বক্তার মনোভাব পূর্ণভাবে প্রকাশ পায়। সুতরাং বাক্যটি আসক্তিসম্পন্ন। অপশন (ঘ) যোগ্যতা: বাক্যস্থিত পদসমূহের অর্থগত এবং ভাবগত মিলবন্ধনের নাম যোগ্যতা। যেমন: বর্ষার বৃষ্টিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়। এটি যোগ্যতা সম্পন্ন বাক্য। কিন্তু 'বর্ষার রৌদ্র প্লাবনের সৃষ্টি করে'— এটি ভাবপ্রকাশের যোগ্যতা হারিয়েছে। কারণ, রৌদ্র প্লাবন সৃষ্টি করে না। অপশন (ক) আকাজক্ষা: বাক্যের অর্থ পরিষ্কারভাবে বোঝার জন্য এক পদের পর অন্য পদ শোনার যে ইচ্ছা, তাই

আকাজ্জ্বা। যেমন: সূর্য উঠলে আঁধার....। এটি অসম্পূর্ণ বাক্য। এখানে আরও কিছু শোনার ইচ্ছা থাকে। কিন্তু 'সূর্য উঠলে আঁধার দূরীভূত হয়।' এটি বললে আকাজ্জ্বার পরিসমাপ্তি ঘটে।

১২. শুদ্ধ বাক্য কোনটি?

- ক. রফিক, তুমি ও আমি সিনেমা দেখতে যাব।
খ. তুমি, শফিক ও আমি সিনেমা দেখতে যাব।
গ. আমি, শফিক ও তুমি সিনেমা দেখতে যাব।
ঘ. তুমি, আমি ও শফিক সিনেমা দেখতে যাব।

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

উত্তম পুরুষ + মধ্যম পুরুষ + নাম পুরুষ অর্থাৎ তিন পুরুষ মিলে একটি কাজ করলে প্রথমে মধ্যম > নাম > উত্তম পুরুষ বসবে। অপশন ক, গ, ঘ তে এই ধারাবাহিকতা মেনে বাক্য গঠিত হয় নি। তাই এই তিনটি অশুদ্ধ। অপশন খ তে মধ্যম পুরুষ > নাম পুরুষ > উত্তম পুরুষের ধারাবাহিকতা মেনে বাক্য গঠিত হয়েছে। তাই এটি শুদ্ধ বাক্য। বাক্যটি: তুমি, শফিক ও আমি সিনেমা দেখতে যাব।

১৩. 'শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে'— বাক্যে 'পাঠে' শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি?

- ক. কর্মে সপ্তমী খ. অধিকরণে সপ্তমী
গ. অপাদানে সপ্তমী ঘ. করণে সপ্তমী

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) যাকে আশ্রয় করে কর্তা ক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাকে কর্মকারক বলে। কর্ম কারকে সপ্তমী বিভক্তির উদাহরণ- জিজ্ঞাসিব জনে জনে। এখানে 'জনে জনে' কর্মে সপ্তমী বিভক্তি। গুণহীনে ত্যাগ কর। এখানে 'গুণহীনে' কর্মে সপ্তমী বিভক্তি। অপশন (গ) যা থেকে কিছু বিচ্যুত, গৃহীত, জাত, বিরত, আরম্ভ, দূরীভূত ও রক্ষিত হয় এবং যা দেখে কেউ ভীত হয়, তাকে অপাদান কারক বলে। উদাহরণ: তিলে তৈল হয়। এখানে 'তিলে' অপাদানে 'সপ্তমী' বিভক্তির উদাহরণ। অপশন (ঘ) ক্রিয়া সম্পাদনের যন্ত্র, উপকরণ বা সহায়ককে করণ কারক বলে। যার দ্বারা বা যে উপায়ে কর্তা ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে করণ কারক বলে। ফুলে ফুলে ঘর ভরেছে। এখানে ফুলে ফুলে করণে সপ্তমী বিভক্তি। অপশন (খ) যে কারকে স্থান, কাল, বিষয় ও ভাব নির্দেশিত হয়, তাকে অধিকরণ কারক বলে। এই কারকে সপ্তমী অর্থাৎ 'এ', 'য়ে', 'তে' ইত্যাদি বিভক্তি যুক্ত হয়। উদাহরণ: শিশুগণ দেয় মন নিজ নিজ পাঠে। এখানে 'পাঠে' শব্দটি অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি। প্রভাতে উঠিল রবি লোহিত বরণ। এখানে 'প্রভাতে' অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি।

১৪. 'পরাজয়ের' শব্দটিতে কোনটি উপসর্গ?

- ক. জয়ের খ. এর
গ. জয় ঘ. পরা

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

যেসব অব্যয় ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসে নতুন শব্দের সৃষ্টি করে, তাদের উপসর্গ বলে। বাংলা ভাষায় তিন প্রকার উপসর্গ আছে। যথা: বাংলা উপসর্গ, তৎসম উপসর্গ, বিদেশী উপসর্গ। বাংলা উপসর্গ: অ, অঘা, অজ, অনা, আ, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা। খাটি বাংলা/দেশি উপসর্গ একুশটি। তৎসম উপসর্গ: প্র, পরা, অপ, সম, নি, অনু, অব, নির, অভি, উপ, আ। তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ বিশটি। বিদেশী উপসর্গের মধ্যে রয়েছে ফারসি উপসর্গ, আরবি উপসর্গ, ইংরেজি উপসর্গ, উর্দু-হিন্দু উপসর্গ। প্রশ্নে উল্লিখিত 'পরাজয়ের' শব্দটিতে 'পরা' উপসর্গ। এখানে 'জয়' শব্দের সাথে সংস্কৃত উপসর্গ 'পরা' হয়ে পরাজয় শব্দটি গঠিত হয়েছে।

১৫. শুদ্ধ বানান কোনটি লেখা হয়েছে?

- ক. পুন্ড খ. ত্রিভুজ
গ. শূণ্য ঘ. ভুবন

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

প্রদত্ত অপশনে শুদ্ধ বানান 'ত্রিভুজ'। পুন্ড, শূণ্য, ভুবন বানান তিনটি অশুদ্ধ। এদের শুদ্ধকরণ যথাক্রমে পুণ্য, শূন্য ও ভুবন। এই তিনটি শব্দই সংস্কৃত কৃৎ প্রত্যয় যোগে গঠিত। আরও কিছু শুদ্ধ বানান: কর্ণেল, বায়ুন, স্টেশন, দারিদ্র্য, অহোরাত্র, অধ্যয়ন, আদ্যাক্ষর, কুচিৎ, ধূলিসাৎ প্রভৃতি।

১৬. কোনটি যৌগিক বাক্য?

- ক. তুমি আমার বাড়িতে আসলে আমি খুশি হব
খ. তুমি আমার বাড়িতে এস, আমি খুশি হব
গ. তুমি যদি আমার বাড়িতে আস আমি খুশি হব
ঘ. তুমি আমার বাড়িতে না আসলে আমি অখুশি হব

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

গঠন অনুযায়ী বাক্য তিন প্রকার। যথা: ক) সরল বাক্য। খ) মিশ্র বা জটিল বাক্য গ) যৌগিক বাক্য। সরল বাক্য: যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে সরল বাক্য বলে। যেমন: তোমরা বাড়ি যাও। পুরুষের পদ্মফুল জন্মে। জটিল বা মিশ্র বাক্য: যে বাক্যে একটি প্রধান খন্ডবাক্যের সাথে এক বা একাধিক আশ্রিতবাক্য পরস্পর সাপেক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়, তাকে জটিল বা মিশ্র বাক্য বলে। যেমন: যদি তোমার কিছু বলার থাকে, তবে এখনই বলে ফেলো। যৌগিক বাক্য: পরস্পর নিরপেক্ষ দুই বা ততোধিক সরল বা মিশ্র বাক্য মিলিত হয়ে একটি সম্পূর্ণ বাক্য গঠন করলে তাকে যৌগিক বাক্য বলে। যেমন: "আমি বহু কষ্ট করেছি, ফলে শিক্ষা লাভ করেছি।" তুমি আমার বাড়িতে এস, আমি খুশি হব। এটিও যৌগিক বাক্য।

১৭. 'উগ্র' শব্দের বিপরীতার্থক কোনটি?

- ক. চপল খ. মেজাজ

গ. বিজ্ঞ

ঘ. সৌম্য

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

যদি একটি শব্দ অন্য একটি শব্দের সম্পূর্ণ উল্টো অর্থ বা ভাবার্থবোধক হয়, তবে শব্দ দুটিকে পরস্পরের বিপরীত শব্দ বলে। প্রশ্নে উল্লিখিত ‘উগ্র’ শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ সৌম্য। চপল, মেজাজ, বিজ্ঞ এই শব্দগুলো ‘উগ্র’ শব্দের বিপরীত অর্থ বহন করে না। চপল এর বিপরীত শব্দ রাশভারী। আরও কিছু বিপরীত শব্দ: অভিমানী- নিরভিমানী। অনন্ত- সান্ত, অর্থী- প্রত্যাখী, আকুঞ্চন- প্রসারণ, কুলীন- অন্ত্যজ, কদাচিত- সর্বদা।

১৮. নিচের কোন বাক্যটি শুদ্ধ?

ক. আমি সাক্ষী দিলাম

খ. আমি সাক্ষী দিয়েছি

গ. আমি সাক্ষ্য দিয়েছি

ঘ. আমি সাক্ষী দিতেছি

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

আমি সাক্ষ্য দিয়েছি- এটি শুদ্ধ বাক্য। কারণ সাক্ষী হচ্ছে বিশেষ্য পদ আর সাক্ষ্য হচ্ছে ক্রিয়া পদ। আমরা জানি কর্তৃপদ এর পরে সাধারণত ক্রিয়াপদ বসে। তাই, উত্তর হবে (গ)। ক, খ, ঘ, ভুল। আরও কিছু শুদ্ধ বাক্য: ১। আমি সন্তুষ্ট হলাম। ২। দুর্বলতাবসত অনাথা বসে পড়ল। ৩। আপনি সপরিবারে আমন্ত্রিত। ৪। জ্ঞানী মূর্খ অপেক্ষা শ্রেয়। ৫। অনাবশ্যকীয় ব্যাপারে কৌতূহল ভালো নয়। ৬। আকর্ষণ ভোজন করলাম।

১৯. ‘চারটা বাজলে স্কুল ছুটি হবে’- বাক্যে ‘বাজলে’ কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?

ক. সম্ভাব্যতা

খ. আবশ্যিকতা

গ. কারণ

ঘ. ইচ্ছা

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

অপশন (ক) সম্ভাব্যতা অর্থে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার: এখন বৃষ্টি হলে ফসলের ক্ষতি হবে। এই বাক্যে ‘ইলে’ > ‘লে’ বিভক্তিযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার হয়েছে। অপশন (ঘ) ইচ্ছা প্রকাশে অসমাপিকা ক্রিয়া এখন আমি যেতে চাই। এখানে ‘ইতে’ > ‘তে’ বিভক্তি যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার হয়েছে। ‘চারটা বাজলে স্কুল ছুটি হবে।’ এখানে বাজলে ‘আবশ্যিকতা’ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১৬ তম বিসিএস প্রিলিমিনারি (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য + বাংলা ব্যাকরণ)

১. কোন গ্রন্থটি ঢাকা হতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল?

ক. মেঘনাদবধ কাব্য

খ. দুর্গেশনন্দিনী

গ. নীলদর্পণ

ঘ. অগ্নিবীণা

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ঢাকা হতে প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ- নীলদর্পণ (১৮৬০)।
- ‘নীলদর্পণ’ নাটকের রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র।
- এতে মেহেরপুরের কৃষকদের ওপর নীলকরদের নির্মম নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে।
- এ নাটকের চরিত্র: গোলক বসু, নবীন মাধব, তোরাপ, রাইচরন, সাবিত্রী।
- দীনবন্ধু মিত্রের অন্যান্য নাটক: জামাই বারিক, কমলে কামিনী, নবীন তপস্বিনী, লীলাবতী।
- ‘মেঘনাদবধ কাব্য’ মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত মহাকাব্য।
- ‘দুর্গেশনন্দিনী’ বঙ্কিমচন্দ্র রচিত প্রথম বাংলা উপন্যাস।
- ‘অগ্নিবীণা’ কাজী নজরুল ইসলাম রচিত কাব্যগ্রন্থ।

২. ‘পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?’ কথাটি কার?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

গ. মীর মোশাররফ হোসেন

ঘ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ? কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের।

- এটি বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কপালকুন্ডলা’ (১৮৬৬) উপন্যাসের বিখ্যাত সংলাপ।
- এটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম রোমান্সধর্মী উপন্যাস।
- ‘কপালকুন্ডলা’ উপন্যাসের চরিত্র: কপালকুন্ডলা, নবকুমার, কাপালিক।
- এই উক্তিটি কপালকুন্ডলা নবকুমারকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল।
- বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাস: কৃষ্ণকান্তের উইল, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ, রাজসিংহ ইত্যাদি।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস: ককুণা, রাজর্ষি, নৌকাডুবি, চতুরঙ্গ ইত্যাদি।
- মীর মশাররফ হোসেনের উপন্যাস: রত্নবতী, বিষাদসিন্ধু ইত্যাদি।
- শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস- বড়দিদি, বিরাজ বৌ, পল্লী সমাজ ইত্যাদি।

৩. প্রত্যয়গত ভাবে শুদ্ধ কোনটি?

- ক. উৎকর্ষতা খ. উৎকর্ষ
- গ. উৎকৃষ্ট ঘ. উৎকৃষ্টতা উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রত্যয়গতভাবে শুদ্ধ ‘উৎকৃষ্ট’।
- গুণবাচক বিশেষ্য পদের সঙ্গে ‘তা’ প্রত্যয় যোগ করলে ভুল হয়।
- ‘উৎকর্ষ’ বিশেষ্য পদটির সাথে ‘তা’ প্রত্যয় যোগে ‘উৎকর্ষতা’ অশুদ্ধ।
- ‘উৎকৃষ্টতা’ বিশেষ্য পদটির বিশেষণ ‘উৎকৃষ্ট’।

৪. ‘অচিন’ শব্দের ‘অ’ উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত?

- ক. নেতিবাচক খ. বিয়োগান্ত
- গ. নঞর্থক ঘ. অজানা উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘অচিন’ শব্দের ‘অ’ উপসর্গটি ‘নঞর্থক’ অর্থে ব্যবহৃত।
- ‘অ’ উপসর্গটি ‘অভাব’ অর্থে প্রকাশ পেয়েছে অচিন, অজানা, অথৈ শব্দগুলোতে।
- এছাড়াও নিন্দিত অর্থে- অকেজো, অচেনা, অপয়া।
- ক্রমাগত অর্থে- অবোহর, অবোরে।
- অনুচিত অর্থে- অকাজ।
- এগুলো খাঁটি বাংলা উপসর্গ যোগে গঠিত হয়েছে।
- খাঁটি বাংলা উপসর্গ- ২১টি। যথা: অ, অঘা, অজ, অনা, অ, আড়, আন, আব, ইতি, উন, কদ, কু, নি, পাতি, বি, ভর, রাম, স, সা, সু, হা।

৫. ‘সব কটা জানালা খুলে দাও না’ এর গীতিকার কে?

- ক. মরহুম আলতাফ মাহমুদ
- খ. মরহুম নজরুল ইসলাম বাবু
- গ. ড. মনিরুজ্জামান
- ঘ. মরহুম ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘সব কটা জানালা খুলে দাও না’ এর গীতিকার মরহুম নজরুল ইসলাম বাবু।
- আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুলের সুর ও সঙ্গীত পরিচালনায় এই গানে কণ্ঠ দেন সাবিনা ইয়াসমিন।
- ‘একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতা’- গীতিকার মরহুম নজরুল ইসলাম বাবু।
- ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি’ গানটির গীতিকার আব্দুল গাফফার চৌধুরী ও সুরকার আলতাফ মাহমুদ।
- আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন---- গানটির গীতিকার মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, শিল্পী শাহনাজ রহমতুল্লাহ।
- তুমি যে আমার কবিতা- গানটির গীতিকার ড. আবু হেনা মোস্তফা কামাল।

৬. যা চিরস্থায়ী নয়-

- ক. অস্থায়ী খ. ক্ষণিক

গ. ক্ষণস্থায়ী

ঘ. নশ্বর

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

- যা চিরস্থায়ী নয়- নশ্বর।
- যা স্থায়ী নয়- অস্থায়ী।
- ক্ষণকাল ব্যাপিয়া স্থায়ী- ক্ষণস্থায়ী।
- কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বাক্য সংকোচন-
 - * ক্ষমার যোগ্য: ক্ষমাই
 - * যা সহজে মরে না: দুর্মর
 - * চোখের কোন: অপাঙ্গ
 - * পক্ষে জানো যা: পক্ষজ

৭. Intellectual শব্দের বাংলা অর্থ-

ক. বুদ্ধিমান

খ. মননশীল

গ. বুদ্ধিজীবী

ঘ. মেধাবী

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

- Intellectual শব্দের বাংলা অর্থ- বুদ্ধিজীবী।
- 'বুদ্ধিমান' এর ইংরেজি- Intelligent.
- 'মননশীল' এর ইংরেজি- Thoughtful.
- 'মেধাবী' এর ইংরেজি- Talented.

৮. 'অবমূল্যায়ন' ও 'অবদান' শব্দ দুটিতে 'অব' উপসর্গটি সম্পর্কে কোন মন্তব্যটি ঠিক?

ক. শব্দ দুটিতে উপসর্গটি মোটামুটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে

খ. শব্দ দুটিতে উপসর্গটি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে

গ. দুটি শব্দে উপসর্গটির অর্থ আপতবিচারে ভিন্ন হলেও আসল এক

ঘ. দুটি শব্দের উপসর্গটির অর্থ দু'রকম

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

- 'অবমূল্যায়ন' ও 'অবদান' শব্দ দুটিতে 'অব' দুটি শব্দের উপসর্গটির অর্থ দু'রকম।
- একই উপসর্গ শব্দের সামনে বসে বিভিন্ন রূপ অর্থ প্রকাশ করে। যেমন: 'অব' উপসর্গ 'অবমূল্যায়ন' শব্দে হীনতা অর্থে এবং 'অবদান' শব্দে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
- এছাড়াও 'অব' উপসর্গের ব্যবহার নিম্নরূপ-
 - * সম্যকভাবে অর্থে- অবরোধ, অবগত, অবগাহন।
 - * নিম্নে/অধোমুখিতা অর্থে- অবতরণ, অবরোহন।
 - * অল্পতা অর্থে- অবসান, অবশেষ।
- এগুলো তৎসম (সংস্কৃত উপসর্গের উদাহরণ)।
- তৎসম (সংস্কৃত) উপসর্গ ২০টি।

৯. 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।' এই উক্তিটি কোন পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকতো?

ক. সত্ত্বাত

খ. মোহাম্মদী

গ. সমকাল

ঘ. শিখা

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়া ব্যাখ্যা:

- 'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব'-এই উক্তিটি 'শিখা' পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় লেখা থাকতো।
- ১৯২৬ সালের ১৯ জানুয়ারি 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।
- 'ঢাকা মুসলিম সাহিত্য সমাজ' এর প্রধান লেখক ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হোসেন, কাজী মোতাহার হোসেন প্রমুখ।

- সংগঠনটির মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় শিখা (১৯২৭) পত্রিকা।
- পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ আবুল হোসেন।
- সওগাত (১৯১৮) পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন।
- মাসিক মোহাম্মদী (১৯২৭) পত্রিকার সম্পাদক মোঃ আকরাম খাঁ।
- সমকাল (১৯৫৭) পত্রিকার সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর।

১০. কবি কাজী নজরুল ইসলাম ‘সঞ্চিতা’ কাব্যটি কাকে উৎসর্গ করেছিলেন?

ক. বারীন্দ্রকুমার ঘোষ খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গ. বিরজাসুন্দরী দেবী ঘ. মুজাফফর আহমদ উত্তর: খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- কাজী নজরুল ইসলাম ‘সঞ্চিতা’ কাব্যটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন।
- ‘সঞ্চিতা’ কাব্যে মোট ৭৮টি কবিতা ও ১৭টি গান সংকলিত হয়েছে।
- কাজী নজরুল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসর্গপত্রে লিখেন: ‘বিশ্বকবি স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রী শ্রী চরণার বিন্দু’।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ‘বসন্ত’ নাটকটি নজরুলকে উৎসর্গ করেন।
- কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যটি উৎসর্গ করে রবীন্দ্র কুমার ঘোষকে।
- কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর ‘ছায়ানট’ কাব্যটি উৎসর্গ করেন মুজাফফর আহমদ ও কুতুবউদ্দীন আহমদকে।
- কাজী নজরুল তাঁর ‘সর্বহারার’ কাব্যটি উৎসর্গ করেন বিরজাসুন্দরী দেবীকে।

১১. কোন উপন্যাসটির রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ?

ক. বিষবৃক্ষ খ. গণদেবতা

গ. আরণ্যক ঘ. ঘরে-বাইরে উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘ঘরে বাইরে’ উপন্যাসের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- চলিত ভাষায় রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস, যা ‘সবুজপত্র’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
- চরিত্র: নিখিলেশ, বিমলা, সন্দীপ।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্যান্য উপন্যাস- করুণা, রাজর্ষি, নৌকাডুবি, চতুরঙ্গ, যোগাযোগ, দুইবোন, চার অধ্যায় ইত্যাদি।
- ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
- ‘গণদেবতা’ উপন্যাসের রচয়িতা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
- ‘আরণ্যক’ উপন্যাসের রচয়িতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১২. ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ গ্রন্থের সম্পাদক কে ছিলেন?

ক. হাসান হাফিজুর রহমান

খ. বেগম সুফিয়া কামাল

গ. মুনীর চৌধুরী

ঘ. আবুল বরকত উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ গ্রন্থের সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান।
- এটি ভাষা আন্দোলন ভিত্তিক প্রথম সাহিত্য সংকলন।
- ‘আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো’ গানটি এতে প্রথম প্রকাশিত হয়।
- ৫২’র ভাষা আন্দোলনের শহীদদের স্মরণে ১৯৫৩ সালে ‘একুশে ফেব্রুয়ারি’ সাহিত্য সংকলনটি প্রকাশিত হয়।
- এছাড়াও তার সম্পাদনায় ১৬ খণ্ডে ‘বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র’ প্রকাশিত হয়।
- বেগম সুফিয়া কামাল রচিত কাব্য- সাবের মায়া, মায়াকাজল ইত্যাদি।
- মুনীর চৌধুরী রচিত নাটক: রক্তাক্ত প্রান্তর, কবর, মানুষ, নষ্ট ছেলে ইত্যাদি।

১৩. 'রোহিনী' চরিত্রটি কোন উপন্যাসে পাওয়া যায়?

ক. চরিত্রহীন

খ. গৃহদাহ

গ. কৃষ্ণকান্তের উইল

ঘ. সংশপ্তক

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'রোহিনী' চরিত্রটি 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসে পাওয়া যায়।
- বিধবা নারী রোহিনীকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যার রূপায়ন এ উপন্যাসের মূল সূর।
- অন্য চরিত্র: গোবিন্দলাল।
- 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত একটি সামাজিক উপন্যাস।
- শরৎচন্দ্র রচিত চরিত্রহীন উপন্যাসের চরিত্র: সাবিত্রী, কিরণময়ী, সতীশ, দিবাকর।
- শরৎচন্দ্র রচিত গৃহদাহ উপন্যাসের চরিত্র: সুরেশ, অচলা, মহিম।
- শহীদুল্লাহ কায়সার রচিত 'সংশপ্তক' উপন্যাসের চরিত্র: হুমত, লেকু, রমজান।

১৪. জীবনানন্দ দাশের জন্মস্থান কোন জেলায়?

ক. বরিশাল জেলা

খ. ফরিদপুর জেলা

গ. ঢাকা জেলা

ঘ. রাজশাহী জেলা

উত্তর: ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জীবনানন্দ দাশের জন্মস্থান 'বরিশাল' জেলা।
- জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) মা কুসুমকুমারী দাশ (মহিলা কবি)।
- জীবনানন্দ দাশকে বলা হয়- রূপসী বাংলার কবি, ধূসরতার কবি, তিমির হনের কবি, নির্জনতার কবি, চিত্ররূপময় কবি।
- তাঁর ওপর গবেষণা করেন ক্লিনটন বি সিলি।
- তাঁর প্রথম কবিতা- বর্ষা আবাহন।
- তাঁর কাব্যগ্রন্থ- বরা পালক, ধূসর পাড়লিপি, বনলতা সেন, রূপসী বাংলা, মহাপৃথিবী ইত্যাদি।
- তাঁর রচিত উপন্যাস- মাল্যবান, সতীর্থ, কল্যানী।
- তাঁর রচিত প্রবন্ধ- কবিতার কথা।

১৫. 'মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর' এই পঙ্ক্তিটি কার রচনা?

ক. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খ. কাজী নজরুল ইসলাম

গ. শেখ ফজলুল করিম

ঘ. শামসুর রাহমান

উত্তর: গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মানুষেরই মাঝে স্বর্গ-নরক, মানুষেতে সুরাসুর' এই পঙ্ক্তিটির রচয়িতা শেখ ফজলুল করিম।
- এই পঙ্ক্তিটি শেখ ফজলুল করিমের 'স্বর্গ-নরক' কবিতার অন্তর্গত।
- শেখ ফজলুল করিমের অন্যান্য পঙ্ক্তি- 'প্রীতি ও প্রেমের পূণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে, স্বর্গ আসিয়া দাড়ায় আমাদেরি কুঁড়ে ঘরে।
- মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবার চাই। (প্রাণ)- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
- মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী, আর হাতে রণতুর্য (বিদ্রোহী)- নজরুল।
- স্বাধীনতা তুমি, রবী ঠাকুরের অজর কবিতা। (স্বাধীনতা তুমি)- শামসুর রাহমান।
-

১৬. সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য-

ক. বাক্যের সরল ও জটিল রূপে

খ. শব্দের রূপগত ভিন্নতায়

গ. তৎসম ও অর্ধতৎসম শব্দের ব্যবহারে

ঘ. ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপগত ভিন্নতায়

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের রূপগত ভিন্নতায়।
- সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার পার্থক্য নিম্নরূপ:

সাধু ভাষা	চলিত ভাষা
সাধুভাষা ব্যাকরণের নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে এবং এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত	চলিত ভাষা পরিবর্তনশীল
এ ভাষা গুরুগম্ভীর ও তৎসম শব্দবহুল	এ ভাষা তড়ব শব্দবহুল
এ ভাষা নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতায় অনুপযোগী	এ ভাষা নাটকের সংলাপ ও বক্তৃতার উপযোগী
সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ এক বিশেষ গঠন পদ্ধতি মেনে চলে	সর্বনাম ও ক্রিয়াপদ পরিবর্তিত ও সহজতর রূপ লাভ করে

১৭. সমগ্র পবিত্র কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদ কে করেন?

ক. গোলাম মোস্তফা

খ. ফররুখ আহমদ

গ. ভাই গিরিশচন্দ্র সেন

ঘ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সমগ্র পবিত্র কুরআনের প্রথম বাংলা অনুবাদ করেন ভাই গিরিশচন্দ্র সেন।
- তিনি ১৮৮১-৮৬ পর্যন্ত ছয় বছরের সাধনা ও পরিশ্রমে টীকাসহ সমগ্র কুরআন শরীফের প্রথম বঙ্গানুবাদ করেন।
- তিনি ১৮৭১ সালে ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষালাভ করেন।
- গোলাম মোস্তফা রচিত কাব্যগ্রন্থ- রক্তরাগ, বুলবুলিস্তান, সাহারা ইত্যাদি।
- ফররুখ আহমদ রচিত কাব্যগ্রন্থ- সাত সাগরের মাঝি, হাতেমতায়ী, মুহূর্তের কবিতা, নোফেল ও হাতেম ইত্যাদি।
- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থ- ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

১৮. ‘সমকাল’ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

ক. মোহাম্মদ আকরম খাঁ খ. তফাজ্জল হোসেন

গ. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন ঘ. সিকান্দার আবু জাফর **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- সমকাল পত্রিকার সম্পাদক সিকান্দার আবু জাফর।
- এই পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ সালে।
- এটি তৎকালীন সময়ের ঢাকার প্রভাবশালী পত্রিকা।
- ‘মাসিক মোহাম্মদী’ (১৯২৭) পত্রিকার সম্পাদক মো: আকরম খাঁ।
- ‘ইত্তেফাক’ পত্রিকার সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন।
- ‘সওগাত’ (১৯১৮) পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন।

১৯. ‘সওগাত’ পত্রিকার সম্পাদক কে ছিলেন?

ক. কাজী নজরুল ইসলাম

খ. আবুল কালাম শামসুদ্দীন

গ. খান মুহাম্মদ মঈনুদ্দীন

ঘ. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন।
- এই পত্রিকাটি ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়।
- ১৯২৬ সালে এটি সওগাত নবপর্যায় নামে প্রকাশিত হতে থাকে।
- ১৯৫২ সাল থেকে পত্রিকাটি ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়।
- ধূমকেতু (১৯২২), লাঙ্গল (১৯২৫), নবযুগ (১৯১৪) পত্রিকার সম্পাদক কাজী নজরুল ইসলাম।
- কল্লোল (১৯২৩) পত্রিকার সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ।
- শিখা (১৯২৭) পত্রিকার সম্পাদক আবুল হোসেন।